আজকের কাগজ

তারিখ 23 NOV 1992
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

10

সার্ক সম্মেলনের পর আহবায়ক কমিটি

ছাত্রদলের নতুন কমিটি গঠন নিয়ে বিএনপি'র অভ্যন্তরে কোন্দল

গাজী আবুবকর সিদ্দিকীঃ জাতীয়তবাদী ছাত্রদলের নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি গঠনকে কেন্দ্র করে বিএনপি'র অভ্যন্তরীণ কোন্দল ক্রমশ বাড়ছে। এ নিয়ে মন্ত্রী পর্যায়ে ব্যাপক লবিং শুরু হয়েছে। ফলে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, আগামী সার্ক অধিবেশনের পর ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় আহবায়ক কমিটি গঠন করা হবে এবং সেই কমিটি পরবর্তী কাউন্সিল অধিবেশন না হওয়া পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করবে। প্রধানমন্ত্রীর এ সিদ্ধান্ত জানার পর মন্ত্রিসভার কয়েকজন প্রভাবশালী মন্ত্রী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের ওপর থেকে সকল প্রকার কর্মতৎপরতা স্থগিত রাখার আদেশ প্রত্যাহারের জন্যে প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করেছেন। এ অনুরোধের জবাবে প্রধানমন্ত্রী এখনো পর্যন্ত কোনো মন্তব্য করেননি।

গত ৪ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের বিবদমান দু'টি গ্রুপের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে দু'জন ছাত্র গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায়। সে সময় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া দশম নির্জোট সম্মেলন উপলক্ষে জাকার্তায় ছিলেন। তিনি ৫ সেপ্টেম্বর দেশে ফিরেই ঐ দিন রাতে ছাত্রদলের উচ্চ পর্যায়ের এক জরুরি সভা আহবান করেন। ঐ সভায় ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণার পাশাপাশি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের সকল কার্যক্রম স্থগিত করেন।

বিএনপি সূত্র জানায়, এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সারাদেশে ছাত্রদলের সাংগঠনিক কর্মকান্ড মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে বিএনপির মহাসচিব ব্যারিস্টার আব্দুস সালাম তালুকদার, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল মতিন চৌধুরী, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রী ডঃ মোশাররফ হোসেন, তথ্যমন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা, ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের ওপর থেকে কার্যক্রম স্থগিত আদেশ প্রত্যাহারের জন্যে প্রধানমন্ত্রীকে বেশ কিছুদিন ধরে অনুরোধ করে আসছেন। মন্ত্রিসভার এ অংশটি ছাত্রদলের বিলুপ্ত কমিটির সভাপতি রিজভী আহমেদকে পুনরায় সভাপতি এবং কামরুজ্জামান রতনকে সাধারণ সম্পাদক করে নতুন কমিটি গঠনের প্রস্তাব দিয়েছে। এর মধ্যে আবার কেউ কেউ প্রস্তাব দিয়েছেন যে, ছাত্রদলের বিলুপ্ত কমিটি পুনরুজ্জীবিত করা হোক। সূত্র জানায়, পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান কৃষিমন্ত্রী এম মজিদ-উল হক, সমাজকল্যাণমন্ত্রী তরিকুল ইসলাম, পূর্তমন্ত্রী ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম মিয়াসহ বেশকিছু মন্ত্রী ও বিএনপি নেতা এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করছেন। উল্লেখিত মন্ত্রীরা ছাত্রদলের যে সব নেতা ব্যবসা-বাণিজ্যে জড়িয়ে পড়েছেন যারা বর্তমানে ছাত্র নন অথচ ছাত্র রাজনীতিতেই আছেন এবং যারা সন্ত্রাসের অভিযোগে অভিযুক্ত সে সব ছাত্র নেতাদের বাদ দিয়ে প্রকৃত ছাত্রদের মধ্য থেকে নতুন নেতৃত্ব গঠনের প্রস্তাব দিয়েছেন। সূত্র জানিয়েছে, এ প্রস্তাবের ভিত্তিতে প্রধানমন্ত্রী সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, আগামী সার্ক অধিবেশন শেষ হলে ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় আহবায়ক কমিটি গঠন করা হবে। তবে প্রধানমন্ত্রী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের কার্যক্রম প্রশ্নে এখনো পর্যন্ত নীরবতা পালন করছেন। সূত্র জানায়, প্রধানমন্ত্রীর এই নীরবতার সুযোগে বিভিন্ন মন্ত্রীকে নিয়ে ছাত্রদলের নেতারা লবিং করে যাচ্ছে এবং তা ক্রমশ অভ্যন্তরীণ কোন্দলকে বাড়িয়ে তুলছে।